গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
প্রশাসন-৪ (মনিটরিং ও সমন্বয়) অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.mohfw.gov.bd

বিষয়: স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রম মনিটরিং বিষয়ক সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি : ফয়েজ আহম্মদ, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
স্থান : মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ (কক্ষ নং-৩৩৮, ভবন নং-৩)।
তারিখ ও সময় : ২০.০৯.২০১৭ খ্রিঃ, সকালঃ ১১:০০ ঘটিকা।

সভায় উপস্থিত সদস্যগণের তালিকা **পরিশিষ্ট 'ক'** তে সন্নিবেশিত।

সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সদস্যদের স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি জনগণের স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়নে স্বাস্থ্য সেবা কাজে নিয়োজিত সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে পরিদর্শনের গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, স্বাস্থ্য সেবা কাজে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানসমূহ নিয়মিত পরিদর্শন একটি অত্যাবশ্যকীয় ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। স্বাস্থ্য সেবার মান উন্নয়নে পরিদর্শনের বিকল্প নেই। সে লক্ষ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগে মনিটরিং সেল গঠন করা হয়েছে। মন্ত্রণালয় পূণর্গঠন পরবর্তী মনিটরিং সেলের এটি প্রথম সভা। তিনি মনিটরিং সেলের কার্যপরিধি উপস্থিত সদস্যদের পাঠ করতে এবং সেলকে কার্যকরি করতে সুপরামর্শ প্রদানের অনুরোধ জানান।

ক্রমিক নং	এজেন্ডা	আলোচনা	সিদ্ধান্তসমূহ	বাস্তবায়কারী কর্তৃপক্ষ
	মনিটরিং সেলের কার্যপরিধির বিভিন্ন বিষয় আলোচনা	১. সভাপতি পরিদর্শনের সময় প্রতিষ্ঠানসমূহের সমস্যা চিহ্নিত করে, সমস্যাগুলো কিভাবে সমাধান করা যায় তা পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করতে অনুরোধ করেন। তিনি পরিদর্শনের সময় অবশ্যই প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজারের সাথে সদাচরণ ও সহযোগিতামূলক ব্যবহারের পরামর্শ দেন। পরিদর্শনের সময় হাসপাতালগুলো ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে কাইজেন ও Total Quality Management (TQM) পদ্ধতি ব্যবহার করছে কিনা তা মনিটরিং করতে অনুরোধ জানান। তিনি প্রতিটি কর্মকর্তাকে স্বাস্থ্যনীতি ও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার ১৭টি লক্ষ ও সূচকগুলো রপ্ত করতে নির্দেশনা প্রদান করেন। Hospital Waste Manangement Manual এবং বিধিগুলো অধ্যয়নে অনুরোধ করেন। তিনি যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন) আঃ গাফ্ফার খান-কে প্রধান করে নতুন করে পরিদর্শন ছক তৈরীর একটি কমিটি গঠনের নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি মন্ত্রণালয়ে স্থাপিত Biometric Attendance পুনরায় কার্যকরী করতে সচিব মহোদয়ের সাথে আলোচনার জন্য যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন) কে অনুরোধ করেন। ২. জনাব আঃ গাফ্ফার খান, যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন) পরিকল্পনা করে পরিদর্শনের চেয়ে আকস্মিক পরিদর্শনের উপর জোর দেন। পেয়ার পরিদর্শনে দুজনের মধ্যে তারিখ নির্ধারন করা কঠিন হয়ে পড়ে বিধায় পেয়ার পরিদর্শনের পরিবর্তে একক পরিদর্শনের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করেন। পরিদর্শনের সময় হাসপাতালের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, বর্জ্যব্যবস্থাপনা, শুদ্ধাচার, নৈতিকতা, প্রতিষ্ঠানের	১: পরিদর্শনের জন্য স্ট্যান্ডার্ড পরিদর্শন ছক তৈরী করতে হবে; ২: আকস্মিক বা তারিখ দিয়ে উভয় পন্থায় পরিদর্শন করা যাবে; ৩: স্বাস্থ্যনীতি, ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট ম্যানুয়েল ও টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রাগুলো ভালভাবে রপ্ত করতে হবে। কারণ পরিদর্শনের সময় প্রতিষ্ঠানটিগুলো এসব বিষয়ের লক্ষ্যসমূহ অর্জনে কাজ করছে কিনা সেটি পর্যবেক্ষণ করতে হবে; ৪: পরিদর্শনের সময় প্রতিষ্ঠান প্রধান/ম্যানেজার এবং পরিদর্শনকারী কর্মকর্তাদের মধ্যে পারস্পারিক শ্রদ্ধাবোধ থাকতে হবে। ডাক্তারদের পাশাপাশি অন্যান্য স্টাফদের উপস্থিতি পর্যবেক্ষণ করতে হবে; ৫: পরিদর্শনের সময় কোন কলিগের সাথে অবজ্ঞাসূচক	সংশ্লিষ্ট কমিটি এবং কর্তৃপক্ষ পরিদর্শনকারী কর্মকর্তা পরিদর্শনকারী কর্মকর্তা পরিদর্শনকারী কর্মকর্তা / সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রধান পরিদর্শনকারী কর্মকর্তা এবং

ক্রমিক নং	এজেন্ডা	আলোচনা	সিদ্ধান্তসমূহ	বাস্তবায়কারী কর্তৃপক্ষ
		সমস্যা বা চ্যালেঞ্জের দিকে নজর দিতে বলেন। এছাড়া কোন ইতিবাচক দিক থাকলে তা হাইলাইট করতে উপদেশ দেন। তিনি চৌগাছা মডেল উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সার্বিক ব্যবস্থাপনার ভিডিও চিত্র ধারণ করে সারা বাংলাদেশের স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রেরণ করার পরামর্শ দেন। সমস্যা নির্দিষ্ট করে সে মোতাবেক সুপারিশ করার অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি মন্ত্রণালয় পূণর্গঠন হওয়ায় পরিদর্শন সংক্রান্ত নতুন আদেশ জারির বিষয়ে অনুরোধ জানান। এছাড়াও নতুন করে পরিদর্শন ছক তৈরীর কমিটি গঠনের পরামর্শ দেন। ৩. জনাব মসিউর রহমান, যুগ্ম-সচিব (নার্সিং ও মিডওয়াইফারী) প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর মনিটরিং সভা আহবান এবং উক্ত সভায় বিভাগীয় পরিচালক ও পরিচালক (হাসপাতাল)-দের অংশগ্রহনের বিষয়ে পরামর্শ দেন। ৪. জনাব মোহম্মদ মাইনুদ্দিন চৌধুরী; উপসচিব (মনিটরিং সেল) হাসপাতাল ব্যবস্থাপনার হালনাগাদ মানসম্মত ম্যানুয়েল তৈরী এবং প্রতিটি হাসপাতালে একটি মনিটরিং সেল গঠনের পরামর্শ দেন। প্রশাসনের মনিটরিং ও সমন্বয় শাখার সাথে কার্যক্রমের সমন্বয়ের বিষয়টি তুলে ধরেন। ৫. জনাব ডঃ মো এনামুল হক, উপ-সচিব (বাজেট) 'হ্যালো ডাক্তার' কর্মসূচীকে আরো কার্যকর এবং মাসে একটি করে স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করলে চিকিৎসকদের উপস্থিতির হার বাড়বে এবং সেই সাথে হাসপাতালের অন্যান্য সমস্যাও দূর হবে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি মন্ত্রণালয় কর্তৃক পদায়নের আদেশ অধিদপ্তরগুলো লঙ্ঘন করছে কিনা সেটি দেখার এবং মনিটরিং কার্যক্রমগুলো বর্ণনামূলক ছকে দেওয়ার বিষয়ে পরামর্শ দেন। ৬. জনাব মোঃ মোতাহার হোসেন, উপ-সচিব (বিশ্বস্বাস্থ্য-১) অনলাইন ভিত্তিক মনিটরিং এর পরামর্শ দেন। তিনি এই ক্ষেত্রে স্মার্ট মোবাইলে স্ক্যানার এ্যাপস্ ইনস্টলের মাধ্যমে মেডিকেল ও নন-মেডিকেল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের উপস্থিতির হাজিরা খাতা স্ক্যান পদ্ধতির মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ে বসে মনিটরিং করা যায় বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। ৭. জনাব হাসান মাহমুদ, উপসচিব (ক্রয় ও সংগ্রহ অধিশাখা) পরিদর্শনের ছকটি আরো ছোট, হালনাগাদ ও স্মার্ট করার পরামর্শ দেন। স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠানানুযায়ী পরিদর্শন কর্মকর্তাদের স্তর বিন্যাস করার বিষয়ে মতামত দেন। ৮. জনাব রেজাউল আলম, উপ-সচিব (প্রশাসন-১) আকস্মিক পরিদর্শনের পক্ষে মত দেন। তিনি পরিদর্শনের সুপারিশ সঠিকভাবে বাস্তবায়ন হলে মনিটরিং কার্যক্রম ফলপ্রসু হবে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন।	ব্যবহার করা যাবে না; ৬: পরিদর্শকদের জন্য সুনির্দিষ্ট জেলা থাকবে; ৭: মনিটরিং বৃদ্ধি করার জন্য মহাপরিচালক, পরিচালক, বিভাগীয় পরিচালক, সিভিল সার্জন, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কর্মকর্তাকে আওতাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহে নিয়মিত পরিদর্শন করতে হবে; ৮: সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ মেডিকেল কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতাল, জেলা/জেনারেল হাসপাতালসমূহ যে কোন কর্মকর্তা পরিদর্শন করতে পারবেন; ৯: পরিদর্শন প্রতিবেদনের সাথে সুপারিশ থাকতে হবে; ১০:পরিদর্শন প্রতিবেদন হাসপাতাল মনিটরিং অধিশাখায় প্রেরণ করতে হবে। হাসপাতাল মনিটরিং অধিশাখা প্রতিবেদনগুলো সুপারিশ মোতাবেক সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করবে; ১১: 'হ্যালো ডাক্তার' কর্মসূচির ডাক্তারদের উপস্থিতি মনিটরিং অধিশাখা/শাখা কর্মকর্তা নিজে ফোন করবেন; ১২: যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন) কে প্রধান করে একটি মানসম্মত পরিদর্শন ছক তৈরীর কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি নিম্নরুপ: যুগ্মসচিব (প্রশাসন)-আহবায়ক, উপসচিব (বাজেট)-সদস্য, উপসচিব (মনিটরিং, স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান)-সদস্য, উপসচিব	সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রধান প্রশাসন-৪ অধিশাখা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ পরিদর্শনকারী কর্মকর্তা পরিদর্শনকারী কর্মকর্তা মনিটরিং সেল/সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট কমিটি

ক্রমিক নং	এজেন্ডা	আলোচনা	সিদ্ধান্তসমূহ	বাস্তবায়কারী কর্তৃপক্ষ
		৯. জনাব জসিম উদ্দিন, উপ-সচিব (এইচআর) পরিদর্শনের সময় স্বাস্থ্য খাতে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রার সূচকগুলো পূরণে বিশেষ নজর দিতে পরামর্শ দেন। বেগম উম্মে সায়মা, সিনিয়র সহকারী প্রধান পরিদর্শন রিপোর্টের সুপারিশ বাস্তবায়িত হয়না বলে মতামত দেন। ১০. জনাব দিলশাদ বেগম, উপ-সচিব, হাসপাতাল অনুবিভাগ জানান, হাসপাতাল অনুবিভাগে একটি মনিটরিং সেল ও প্রশাসন অনুবিভাগের মনিটরিং ও সমন্বয় অধিশাখার কার্যপরিধি সুস্পস্ট হওয়া আবশ্যক। ১১. জনাব মোঃ হাফিজুর রহমান চৌধুরী, উপ-সচিব (পার-৩) জানান বিভিন্ন শাখা ও অধিশাখার বিভিন্ন ধরণের মনিটরিং কাজগুলো সমন্বয় করার জন্য মনিটরিং ও সমন্বয় অধিশাখা গঠন করা হয়েছে। ১২. . জনাব ডঃ মো এনামুল হক, উপ-সচিব (বাজেট) 'হ্যালো ডাক্তার' কর্মসূচীকে আরো কার্যকর এবং মাসে একটি করে স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করলে চিকিৎসকদের উপস্থিতির হার বাড়বে এবং সেই সাথে হাসপাতালের অন্যান্য সমস্যাও দূর হবে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি মন্ত্রণালয় কর্তৃক পদায়নের আদেশ অধিদপ্তরগুলো লঙ্ঘন করছে কিনা সেটি দেখার এবং মনিটরিং কার্যক্রমগুলো বর্ণনামূলক ছকে দেওয়ার বিষয়ে পরামর্শ দেন। ১৩. জনাব মোঃ মোতাহার হোসেন, উপ-সচিব (বিশ্বস্বাস্থ্য-১) অনলাইন ভিত্তিক মনিটরিং এর পরামর্শ দেন। তিনি এই ক্ষেত্রে স্মার্ট মোবাইলে স্ক্যানার এ্যাপস্ ইনস্টলের মাধ্যমে মেডিকেল ও নন-মেডিকেল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের উপস্থিতির হাজিরা খাতা স্ক্যান পদ্ধতির মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ে বসে মনিটরিং করা যায় বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। ১৪. জনাব মো: লুৎফর রহমান, উপ-সচিব (মনিটরিং ও সমন্বয়) বিগত জুন, জুলাই, আগস্ট ২০১৭ স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের Biometric Attendance তুলে ধরে উপস্থিতির হার কমের কথা উল্লেখ করেন।	(এইচআরডি)-সদস্য, উপসচিব (ক্রয়)-সদস্য, উপসচিব (প্রশাসন-১)-সদস্য, উপসচিব (প্রশাসন-৪)-সদস্য সচিব। গঠিত কমিটি কর্তৃক আগামী ১৫ কর্মদিবসের মধ্যে মানসম্মত পরিদর্শন ছক তৈরী করতে হবে।	

আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভা সমাপ্ত ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত: ১৫.১০.২০১৭
(ফয়েজ আহম্মদ)
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)

নং- ৪৫.১৪১.০৯৩.০০.০০.০০১.২০১৬-২৬০

তারিখঃ ০৩ কার্তিক ১৪২৪ / ১৮ অক্টোবর ২০১৭

সভার কার্যবিবরণী সদয় অবগতিও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে প্রেরণ করা হ'ল:

কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. জনাব মসিউর রহমান, যুগ্মসচিব (নার্সিং ও মিডওয়াইফারী), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাপকম, ঢাকা।
২. জনাব জাকিয়া সুলতানা, যুগ্মসচিব (সরকারি ও বেসরকারি ব্যবস্থাপনা এবং মনিটরিং), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, ঢাকা।
৩. জনাব আ: গাফ্ফার খান, যুগ্ম সচিব (প্রশাসন), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাপকম, ঢাকা।
৪. জনাব মো: সাইফুল হাসান বাদল, যুগ্মসচিব (ক্রয় ও সংগ্রহ এবং সিবিএমই), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাপকম, ঢাকা।
৫. ড: মো: এনামুল হক, উপ সচিব (বাজেট-১, ২, ৩, ৪), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাপকম, ঢাকা।
৬. জনাব মো: জসীম উদ্দীন, উপসচিব (এইচআরডি), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাপকম, ঢাকা।
৭. জনাব হাসান মাহমুদ, উপসচিব (ক্রয় ও সংগ্রহ), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাপকম, ঢাকা।
৮. জনাব মো: মোতাহার হোসেন, উপসচিব (বিশ্বস্বাস্থ্য-১/২), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাপকম, ঢাকা।
৯. জনাব মো: রেজাউল আলম, উপসচিব (প্রশাসন-১),স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাপকম, ঢাকা।
১০. জনাব আসমা তাসকিন, উপসচিব (শৃঙ্খলা),স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাপকম, ঢাকা।
১১. জনাব মোঃ মজিবুর রহমান, উপপ্রধান (স্বাস্থ্য) পরিকল্পনা অনুবিভাগ, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাপকম, ঢাকা।
১২. জনাব মাকসুদা ইয়াসমিন, সিনিয়র সহকারী সচিব (জনস্বাস্থ্য-১/২ এবং ঔষধ প্রশাসন-১, ২ ও নীতি), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাপকম, ঢাকা।
১৩. জনাব এস এম জাহাঙ্গীর হোসেন, সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রবা-১/২),স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাপকম, ঢাকা।

জ্ঞাতার্থে:

১. সিস্টেম এনালিস্ট, কম্পিউটার সেল, স্বাপকম, ঢাকা (মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
২. অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)-এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

(মো: লুৎফর রহমান)
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫৪০৩৬২
ই-মেইল-monitor@mohfw.gov.bd